জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৴০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

চক্রবর্ত্তী সাইকেল ষ্টোর

সাইকেল, টায়ার, টিউব, হ্যাসাগ, গ্রামোফোন প্রভৃতি পার্টস্ বিক্রেতা ও মেরামতকারক। নির্দ্ধারিত সময়ে সাইকেল সরবরাহ করা হয়।

রঘুনাথগঞ্জ মেছুয়াবাজার (কদমতলা)

৪১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৫ই মাঘ বুধবার ১৩৬১ ইংরাজী 19th Jan. 1955 | ৩৪শ সংখ্যা

অগ্রগতির পথে নূতন পদক্ষেপ

হিন্দুস্থান তাহার যাত্রাপথে প্রতি বৎসর নূতন নূতন সাফল্য, শক্তি ও সমৃদ্ধির গৌরবে দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

নূতন বীমা (১৯৫৩)

১৮ কোটি ৮৭ লক্ষের উপর

হিন্দুস্থানের উপর জনসাধারণের অবিচলিত আস্থার উজ্জ্বল নিদর্শন।

ভারতীয় জীবন বীমার ক্ষেত্রে

পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা **২ কোটি ৪২ লক্ষ বৃদ্ধি**

সমসাময়িক তুলনায় সর্ব্বাধিক

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড,

হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্, কলিকাতা—১৩

শাখা অফিস : ভারতের সর্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে

দুরের মানুষ কাছে হয়
ফটো যদি সঙ্গে রয়

রঘুনাথগঞ্জ কাপড়ে পটীতে শ্রীঅরুণ ব্যানার্জ্জীর ষ্টুডিওতে অনুসন্ধান করুন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৫ই মাঘ বুধবার সন ১৩৬১ সাল।

২৩শে জানুয়ারী

—০)-(০—

বাঙলা প্রদেশের জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত মাহিনগর বঙ্গীয় গৌতম গোত্রীয় দক্ষিণ রাঢ়ী বসু বংশের কুলীন কায়স্থগণের একাংশের আদি নিবাস। ইহার সন্নিকটস্থ চিঙড়ীপোতা গ্রাম নিবাসী ৺জানকী নাথ বসু মহাশয় উড়িষ্যা প্রদেশের কটক নগরে গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত উকীল ছিলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী জানকীনাথের একটী পুত্র ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার নামকরণ করা হয় "**সুভাষচন্দ্র বসু**"। নামটি লক্ষ্য করিলেই দেখিবেন নামের আদি বর্ণ সু এবং অন্ত্য বর্ণও সু। 'সু' মানে 'উত্তম'। কেহ বুঝুন আর নাই বুঝুন নামকরণের সঙ্গে সঙ্গেই সূচিত হইল—দেশমাতৃকার একটি সুসন্তান জানকীনাথের পুত্ররূপে কটক নগরে ভূমিষ্ঠ হইলেন। কটক শব্দের অন্য একটি অর্থ সেনানিবাস বা শিবির। সুভাষচন্দ্রের ভবিষ্যৎ জীবনের কার্য্যাবলীর সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই প্রতীয়মান হইবে—যে শৃঙ্খলিতা দেশমাতৃকার পরাধীনতা-শৃঙ্খল মোচন করার উদ্দেশ্যেই যেন বিধাতা কটকে (শিবিরে) এই সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুভাষচন্দ্র স্বনামধন্য হওয়ার পর কয়েক বৎসর হইতেই এই ২৩শে জানুয়ারী তাঁহার সম্বন্ধে বহু আলোচনা হইয়া আসিতেছে, তাঁহার সম্বন্ধে নূতন করিয়া বলিবার আর বাকী কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার বাল্যকাল হইতে যোদ্ধস্বভাব—অর্জ্জুনের মত শিক্ষাগুরুর প্রতি প্রহরণ প্রয়োগ, শিবাজীর মত কৌশলে নাজীমুদ্দীনের সতর্ক প্রহরীর চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ, "আই-সি-এস" এর পদ-নিষ্ঠা নিষ্ঠীবনবৎ পরিত্যাগ করা, মূক-বধিরের অভিনব অভিনয় করিয়া আফগানিস্থানের পুস্ত ভাষায় অনভিজ্ঞতা দূরীকরণ, সুদূর দেশে গিয়া হিন্দু-মুসলমান-শিখ সম্প্রদায় মধ্যে একতা আনয়ন, আজাদহিন্দ নামক স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন ও অতুল ধনরত্ন সংগ্রহ কৌশল সবই বর্ণিত হইয়াছে এবং হইতেছে।

সুভাষচন্দ্রের নেতাজী আখ্যা প্রাপ্ত হইবার অনেক আগে যখন তিনি মহাত্মাজী-পৃষ্ঠপোষিত সীতারামিয়াকে পরাজিত করিয়া ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতিত্ব লাভ করিয়া দেশে ভীষণ বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিলেন, তখন কংগ্রেস সভাপতির পদাধিকারবলে ইংরাজ রাজত্বে বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রি-সভার নেতৃবর্গের প্রতি নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে বিহার প্রদেশে যাঁহারা বাস করিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে "ডোমিনিলিয়ারী" অর্থাৎ অন্য প্রদেশের লোকদের জন্য "ডোমিসাইল সার্টিফিকেট" ইত্যাদি ছল ছুতো চলিবে না। তখন যিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তিনি এবং অন্যান্য হোমড়া-চোমড়া সকলে কংগ্রেস সভাপতির পত্র পাইয়া কি জবাব দিবেন, সমবেত বুদ্ধিতে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বিহারের তদানীন্তন আশ্রয় বটবৃক্ষস্বরূপ কলিকাতা সিটি কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহের বুদ্ধি ধার করিতে বাধ্য হন। ডাঃ সচ্চিদানন্দ সিংহ নিজে তাঁহার কলিকাতার জনৈক বন্ধুকে ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর সুভাষচন্দ্রের সেই চিঠির কথা উল্লেখ করেন। আরও বলেন প্রাদেশিকতা বিষ দূরীকরণ জন্য সুভাষচন্দ্র সকলের আগেই তৎপর হইয়াছিলেন। নেতাজী হইয়াও সেই প্রবৃত্তির বলেই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন হিন্দু-মুসলমান-শিখ লইয়া ফৌজ তৈরী করিতে পারেন। ইংরেজ এই সৈন্য বিভাগে সুভাষচন্দ্রের প্রতাপ দেখিয়া "শুভস্য শীঘ্রং" বলিয়া পথ দেখিতে ব্যস্ত হইয়া ভারত ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

একবার কংগ্রেস সভাপতির আসন দখল করিয়া যখন আবার সেই আসন দখল করিয়া বসিলেন তখন বুড়ো, যোয়ান, পুরুষ, মেয়ে নেতা ও নেত্রী একত্র হইয়া কত ফন্দী কত ফেরেব্বা করিয়া অভিমন্যু বধের মত অভিনয় করিয়া সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস ত্যাগ করাইতে সক্ষম হইয়া লজ্জাজনক জয়লাভ করিয়া বিজয়োল্লাস করিয়া সুভাষের নেতাজী হইবার পথ তৈরী করিতে তাঁহার চিঠির জবাব করার মত সামর্থ্য বিহারে এক ডাঃ সচ্চিদানন্দ ছাড়া আর কেহ ছিল কিনা সন্দেহ।

ভৃগু মুনি লক্ষ্মীকান্ত নারায়ণকে পদাঘাত করায়, অগস্ত্য এক গণ্ডুষে লক্ষ্মীর পিতা মহাসমুদ্রকে পান করায়, যেমন ব্রাহ্মণ জাতি মাত্রকেই দরিদ্র হইতে হইয়াছিল, তেমনি বাঙলার গৌরব সুভাষচন্দ্রের প্রতিভার নিকট পরাজিত হইয়া আজ অনেক নেতাই বাঙালী-বিরোধী। তবুও আমরা এই অহংকারে অহংকার করি যে "**নেতাজী**" শব্দটি উচ্চারণ করিলেই অন্য কাহাকেও না বুঝাইয়া বুঝায় একমাত্র সুভাষচন্দ্রকে। ধন্য ২৩শে জানুয়ারী তুমিও সুভাষের গৌরবে গৌরবান্বিত। জয় হিন্দ্।

বিহারের সিংহ-নাদের জবাবে বাংলার সিংহ

—•—

ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের জন্য ভারত সরকার যে কমিশন গঠন করিয়াছেন, বিহার ও পশ্চিম বাঙলার সীমা নির্দ্ধারণ কার্য্য যত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, বিহার কংগ্রেসের এবং বিহার সরকারের কয়েকজন সিংহ উপাধিধারী কর্ত্তা ব্যক্তি বর্ত্তমান সরকারের "সত্যমেব জয়তে" এই মহাবাক্য সংযুক্ত প্রতীকের যে প্রতিকূলতা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিহারের ভাষাতে লিখিত হিন্দী কবিতার অক্ষরে অক্ষরে সত্যতা উপলব্ধি করা যায়। কবিতাটি—

সাচ কহে তো মারে লাঠ্‌ঠা
ঝুটি জগৎ ভুলায়,
গো-রস গলি গলি ফিরে,
সুরা বৈঠল বিকায়।

চোরকো ছোড়ে সাধকো বাঁধে
পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসী,
ধন্য কলিযুগ তেরী তামাসা
দুখ লাগে ঔর হাঁসি।

অর্থ—সত্য কথা যদি কেহ বলে, তাহাকে লাঠি মারে, মিথ্যা কথায় জগৎকে ভুলাইতেছে। দুগ্ধ বিক্রেতা তার দুধ লইয়া গলি গলি চীৎকার করিয়া ফিরে, কিন্তু মদওয়ালা তাহার মদ একস্থানে বসিয়া বিক্রয় করে। যে চোর তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া সাধুকে বন্ধন করা হইতেছে, পথিককে ধরিয়া ফাঁসে ফেলা হইতেছে। তাই কবি বলিতেছেন—রে কলিযুগ ধন্য তোমার তামাসা! দেখিলে দুঃখও হয় হাসিও পায়।

সীমানা নির্দ্ধারণ কমিশন আসিবেন, প্রমাণ প্রয়োগ লইয়া তাঁহার রায় সরকারে দাখিল করিবেন। এই সব বিহারী সিংহের দল রাম না জন্মিতেই রামায়ণ রচনা সুরু করিয়া দিয়াছে। এই সব লেখা-পড়া জানা মানুষ। এক শ্রেণীর মানুষ "রাধাকিষণ" শব্দ শুনিলেই চীৎকার সুরু করে "শিয়ারাম" বোলো "শিয়ারাম" বোলো, তারপর পাগলের মত দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া লোকের পিছনে মারিবার জন্য ছুটাছুটি করে। এই সব বিহারী সিংহের কাণ্ডও ঠিক তাহাদের মত। এখনই সুরু করিয়াছেন—কমিশন যদি পশ্চিম বাঙলাকে একটুকু মাটিও দেয় তবে নোয়াখালির মত রক্তস্রোত বহিবে। এই সব বীরপুঙ্গব পুরুষ সিংহের সত্য-নিষ্ঠার বিকৃত রূপ সংবাদপত্রে বিবৃত করিয়াছেন—ইংরাজ রাজ্যেই যে বাঙালী সিংহ বাঙলা, বিহার উড়িষ্যার রাজা মহারাজা জমিদারগণের ভাগ্যের সীমানির্দ্ধারক দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর শ্রীমান্ বিমলচন্দ্র সিংহ। ইনি বিহারী সিংহ মহাশয়দের অপেক্ষা বয়সে তরুণ হইলেও ইঁহার "বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা" উপলব্ধি করিয়া পশ্চিম বাঙলা প্রাদেশিক কংগ্রেস ইঁহাকেই রাজ্য পুনর্গঠন সাব কমিটির সম্পাদক মনোনীত করিয়াছেন। ইনি বিহারী সিংহের দলের সঙ্গে পাঞ্জা লড়াই করিতে সক্ষম না হইলেও, ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক বাঙলার চোরাই মাল গলাধঃকরণ করিয়া যাহারা রাখিয়াছে, তাহা প্রমাণ করা বিমলচন্দ্রের পক্ষে কঠিন হইবে না যদি "সত্যমেব জয়তে" বাক্য সত্য সত্যই সত্য হয়। পশুর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রমশালী বলিয়া সিংহকে পশুরাজ বলা হয়। মানুষের মধ্যে যাঁহারা পুরুষ-সিংহ তাঁহারাই সিংহ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যার সত্যনিষ্ঠা নাই, সে মানুষ, মানুষ-পদবাচ্য নহে। তিনি যদি "সিংহ" হন তাঁহার সম্বন্ধেও কবির নিম্নলিখিত সংস্কৃত বাক্যটি বলা চলে—

"ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাদতীব।
করোতি বাসং গিরিগহ্বরেষু
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥"

অর্থ—সিংহ, হস্তীর কঠোর কুম্ভ ভেদ করিতে পারে, পবন অপেক্ষা অধিক বেগ ধারণ করে এবং অত্যুচ্চ গিরি-গহ্বরে বাস করে, কিন্তু তথাপি সে পশু ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

বহরমপুরে নেতাজীর মর্ম্মর মূর্ত্তি

আগামী ২৩শে জানুয়ারী রবিবার নেতাজীর জন্মদিবস উপলক্ষে নেতাজী ষ্ট্যাচু কমিটির উদ্যোগে বহরমপুর ব্যারাক এলাকায় নেতাজীর একটী মর্ম্মর মূর্ত্তি উন্মোচিত হইবে। নেতাজীর সহকর্ম্মী মেজর জেনারেল শাহ্ নওয়াজ উক্ত মূর্ত্তির উন্মোচন কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

শিক্ষক প্রতিনিধি

মুর্শিদাবাদ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির প্রার্থী জনাব আজিজুর রহমান ২২৪০টি ভোট পাইয়া স্কুল বোর্ডে শিক্ষক প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কম্বল বিতরণ

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষ কর্ম্মচারিগণকে ও মেথরদিগকে একখানি করিয়া কম্বল দিয়াছেন। শীতকালে কম্বল পাওয়াতে সকলেরই উপকার হইবে ইহাতে সন্দেহ নাই।

পান বিড়ি থেকে সাবধান

আজকাল অপরিচিত লোকের দেওয়া পান খেয়ে এবং বিড়ির ধূম পান ক'রে অনেকেরই অচেতন হওয়ার জন্য টাকাকড়ি, আংটি, বোতাম, ঘড়ি ইত্যাদি খোয়ানোর সংবাদ বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে দেখা যাচ্ছে। আমরা জনসাধারণকে সজাগ করবার জন্য জানাচ্ছি যে অপরিচিত ব্যক্তির দেওয়া পান বা বিড়ি গ্রহণ করবেন না।

কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

(জঙ্গীপুর)

স্থান—ম্যাকেঞ্জি পার্ক, রঘুনাথগঞ্জ

তারিখ—১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে
১৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫ সাল

গবাদি পশু, মোরগ, বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য,
বয়ন, সূচি, অন্যান্য গৃহশিল্পের এবং
স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রদর্শনী,
প্রতিযোগিতা এবং পুরস্কার বিতরণ।
সার্কাস, ম্যাজিক, সিনেমা, কবিগান,
থিয়েটার প্রভৃতির আয়োজন।

প্রদর্শনী সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টদের নিকট অথবা স্থানীয় কৃষি অফিসে কিম্বা মহকুমা শাসকের অফিসে পাওয়া যাইবে।

এস, বি, বিশ্বাস এণ্ড কোং

৫৫/৬২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১

সুলভ মূল্যে দেশী, বিদেশী সর্ব্বপ্রকার এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ পাইবার নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। মফস্বলের অর্ডার অতি যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।

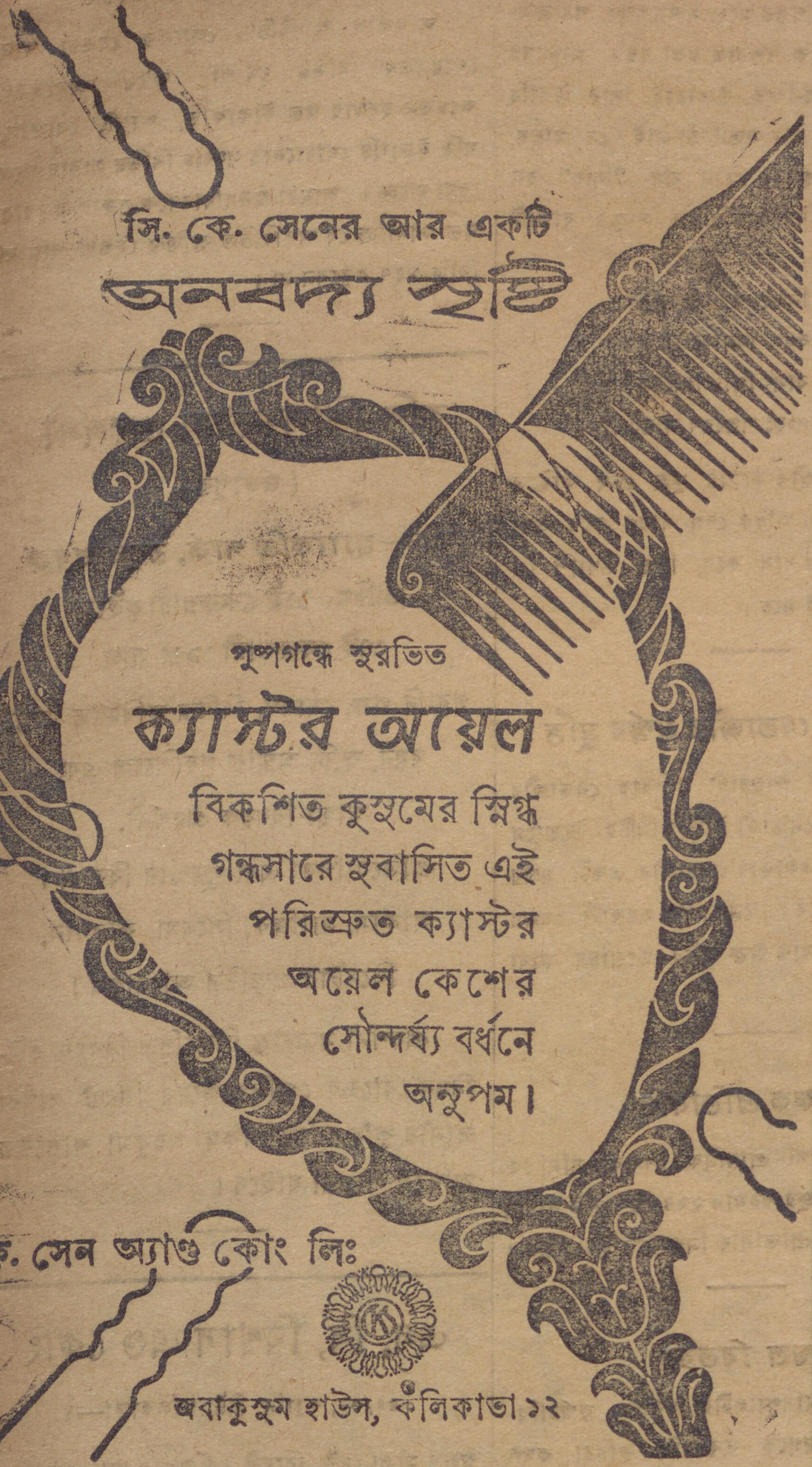

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১২

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১॥০ টাকা ও মাশুলাদি ১/০ এক টাকা এক আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পাণ্ডত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জঙ্গিপুর সংবাদের ক্রোড়পত্র
৫ই মাঘ বুধবার, ১৩৬১,   ইং ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৫৫

চুরি

গত ১লা মাঘ শনিবার রাত্রে রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসীতলায় সদর রাস্তায় শ্রীঅনিলকুমার ভট্টাচার্য্যের মনোহারী দোকানের তালা ভাঙ্গিয়া চোরে মূল্যবান দ্রব্যাদি চুরি করিয়াছে। উক্ত দোকানের নিকটবর্ত্তী শ্রীরামউচিত ঠাকুরের সেলুনের তালা ভাঙ্গিয়া ঘড়ি, কাঁচি ও ক্লিপ লইয়াছে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।

বৃষ্টি

গত ৩রা মাঘ সোমবার রাত্রি হইতে এখানে বৃষ্টি হইতেছে। প্রায় সমস্ত সময়েই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় আছে এবং টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে।

ছায়াবাণী টকিজ

গত ১৬ই জানুয়ারী রবিবার রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্কের সন্নিকটস্থ বাগানে 'ছায়াবাণী টকিজের' শুভ উদ্বোধন কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। উদ্বোধন সভায় স্থানীয় মহকুমা শাসক প্রমুখ সরকারী ও বেসরকারী ভদ্রমহোদয়গণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। উহার পরিচালক নিমন্ত্রিতগণকে চা ও জলযোগে আপ্যায়িত করিয়া 'মা ও ছেলে' সবাক চিত্র দেখান।

মণিগ্রাম জুনিয়র হাই স্কুল

গত ১৭ই জানুয়ারী সোমবার দ্বিপ্রহরে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক শ্রীদিলীপকুমার গুহ মহোদয়ের সভাপতিত্বে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের খাসমহল মণিগ্রামে জুনিয়র হাই স্কুল ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা প্রতিষ্ঠান দুইটির স্থায়িত্ব কামনা করি।

যেথায় ছিল
জলরাশি
সেথায়
এখন
ধানের হাসি

সোনারপুর আরাপাঁচ পরিকল্পনা

যে পতিত জলাভূমি একদিন ছিল ম্যালেরিয়ার আস্তানা, সেখানে আজ সোনালি ধানের ঢেউ ব'য়ে যায়, সে-জায়গার দৃশ্য আজ অতি মনোরম।

যে-ভাবে সোনারপুরের জলাবদ্ধ বিস্তৃত এলাকা পাম্পের সাহায্যে জলমুক্ত হয়ে চাষ ও বাসের উপযোগী হয়েছে তার ঐতিহাসিক গুরুত্বও বড় কম নয়। এ-ভাবে জলনিকাশের ব্যবস্থা শুধু ভারতেই প্রথম নয়, এশিয়াতেও এর চেয়ে বড় জলনিকাশের ব্যবস্থা এ-যাবৎ হয়নি।

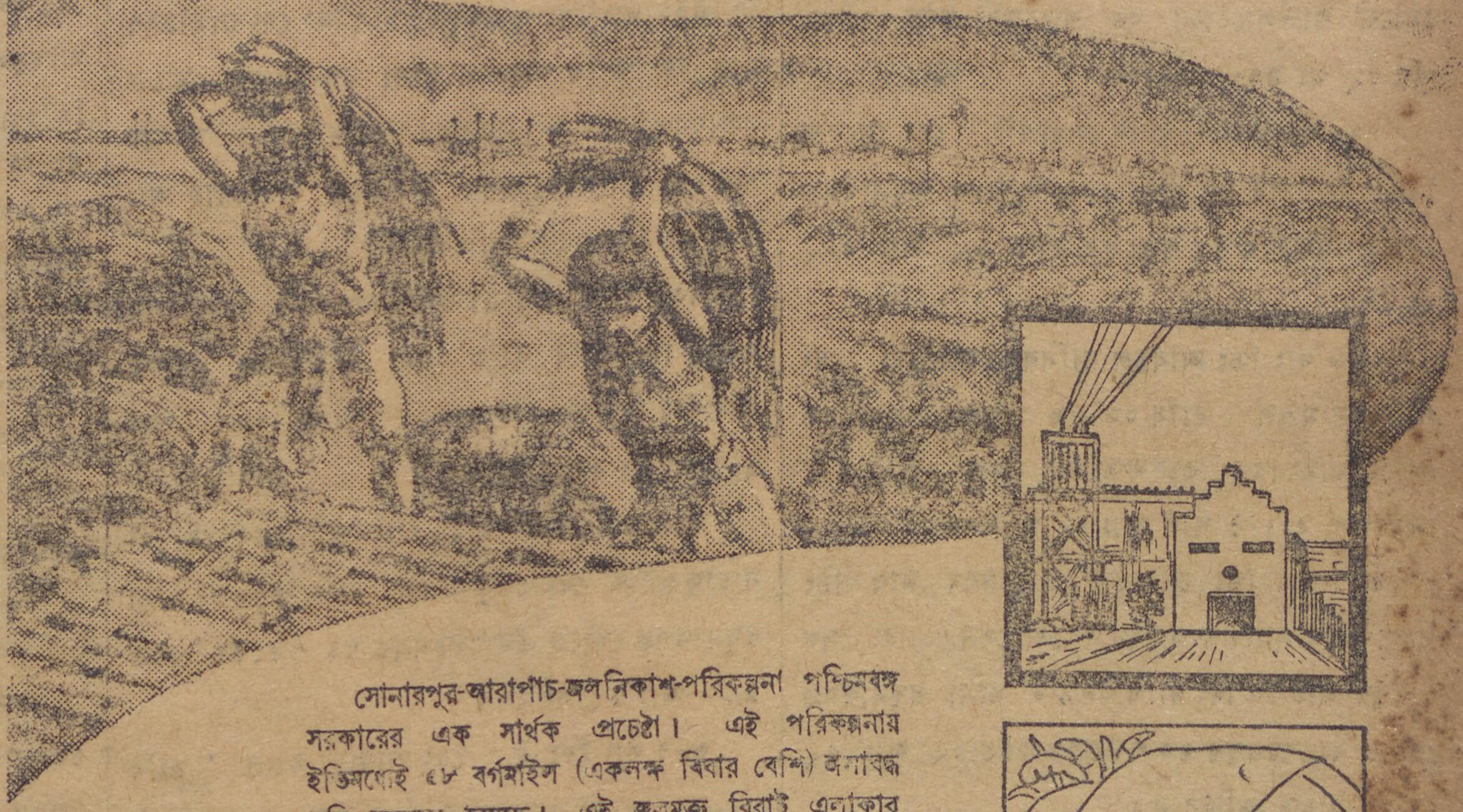

সোনারপুর-আরাপাঁচ-জলনিকাশ-পরিকল্পনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এক সার্থক প্রচেষ্টা। এই পরিকল্পনায় ইতিমধ্যেই ৫৮ বর্গমাইল (একলক্ষ বিঘার বেশি) জলাবদ্ধ জমি জলমুক্ত হয়েছে। এই জলমুক্ত বিরাট এলাকার একাংশে চাষ ক'রে প্রথম বছরেই-তিনলক্ষ মণের বেশি ধান পাওয়া গেছে।

সোনারপুর আর তার সন্নিহিত অঞ্চলেও এখন বৈদ্যুতিক-শক্তি পাওয়া যাবে—এই বিদ্যুৎ আসবে মাঝেরহাটের বিদ্যুৎ-সরবরাহ-কেন্দ্র থেকে।

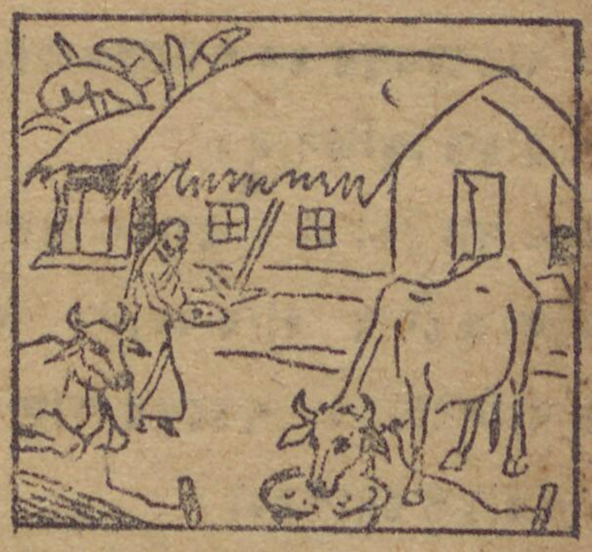

★ উদ্বাস্তু-পুনর্বাসনের জন্য এখানে যেমন জমি পাওয়া যাবে, তেমনি পাওয়া যাবে খাদ্যশস্য।

এই সকল সার্থক কর্ম-প্রচেষ্টার ফলেই গড়ে উঠবে

সোনার বাংলা

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক প্রচারিত

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৫

১৯৫৪ সালের ডিক্রীজারী

৩৩৪ থাং ডিঃ মনোহর দাস মহান্ত দেং তপ মণ্ডল দিং দাবি ৬৬৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে শিমুলতলা ৪-৩৫ শতকের কাত ১০।৭ আঃ ১৫০৲ খং ১১১

৩৭৯ থাং ডিঃ ঐ দেং উমেদালি মণ্ডল দিং দাবি ২৯॥৵০ থানা ঐ মৌজে খড়কাটী ৯০ শতকের কাত ১৬৪ আঃ ২০৲ খং ৭৪

৩৮০ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৯৮৵৬ মৌজাদি ঐ ৯৭ শতকের কাত ১৬৪ আঃ ২০৲ খং ৭৫

৩৩১ থাং ডিঃ ব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী দিং দেং দ্বারাস সেখ দিং দাবি ২৪৮৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পাতলাটোলা ৬৫ শতকের কাত ২/১২ আঃ ৫৲ খং ৯৭১, ১২৫৫ ক।

৭২০ থাং ডিঃ ধরমচাঁদ সেরাওগী দেং দেবেন্দ্র বিজয় মজুমদার দিং দাবি ৫৪॥৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মির্জাপুর ৪৭ শতকের কাত ৮৲ আঃ ৫০৲ খং ৪৭২

৬৬৬ থাং ডিঃ আবদুল বাসির বিশ্বাস দিং দেং পাঁচকড়ি মণ্ডল দাবি ২২।৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রামদেবপুর ৩১ শতকের কাত ৪॥/৯ পাই নিজাংশে ২।১০২ পাই আঃ ৫৲ খং ২৩৪

৫৩১ থাং ডিঃ সেবাইত শ্যামাচরণ নাথ দিং পক্ষে কমন ম্যানেজার যোগেশচন্দ্র সেন দেং সেখ মহাম্মদ আইওব দিং দাবি ৩৯।৵০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বাসুদেবপুর ২৩ শতকের কাত ১৲ আঃ ৫৲ খং ৯৭ রায়ত স্থিতিবান।

৫৩৬ থাং ডিঃ ঐ দেং বসন্তবালা দাসী জওজে ৺রজনীকান্ত ঘোষ দাবি ৫৫।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বালিঘাটা ১৮ শতকের কাত ৪॥/৮ আঃ ১০৲ খং ১৩৫ রায়ত মোকররী।

৫৩৭ থাং ডিঃ ঐ দেং দ্বিজপদ সেন দিং দাবি ৪২।৩ থানা ও মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ১৮ শতকের কাত ৪/৬ আঃ ২০৲ খং ৩১৮ দখলকার বসত প্রজা।

৫৩৮ থাং ডিঃ ঐ দেং দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায় দাবি ৪৪।৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে মঙ্গলজন ২-৮ শতকের কাত ৯৮/৮ আঃ ১৫৲ খং ৭২ রায়ত স্থিতিবান।

৬১১ থাং ডিঃ পূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ দেং মোজাম্মেল হোসেন মিঞা দাবি ২৬॥/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে পাইকর ১০০ শতকের কাত ২॥০ আঃ ১৫৲ খং ৮০ রায়ত স্থিতিবান।

৫৪০ থাং ডিঃ সেবাইত গোবিন্দদাস নাথ দিং পক্ষে কমন ম্যানেজার যোগেশচন্দ্র সেন দেং রুস্তম আলি সেখ দিং দাবি ৪৪৮৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে ঘোড়শালা ৪৫ শতকের কাত ৩৵১১ আঃ ১০৲ খং ২১৯ রায়ত স্থিতিবান।

৭৪৫ থাং ডিঃ হাজি কোবাদ আলি মোল্লা দেং বাখর মণ্ডল দাবি ৩২॥৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে চক হাবিলাশ ॥৩ কাঠার কাত ৬॥০ আঃ ১৫৲ খং ৩৯৫ ৩৯৬, ৩৯৮ কোর্ফা স্বত্ব।

৪৯২ থাং ডিঃ ভুজঙ্গভূষণ দাস দিং দেং শ্যামাচরণ নাথ দিং দাবি ৭৯৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে বৃন্দাবনপুর ২-০৭ শতকের কাত ষোল আনায় ৭৮৵১১ ডিক্রেদারগণের নিজাংশে ২।৫ পাই আঃ ১০৲ খং ৬৪ রায়ত স্থিতিবান।

৭৩৪ থাং ডিঃ রাজা কমলারঞ্জন রায় দেং শিবু মণ্ডল দিং দাবি ৩২।৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে লালখাঁর দিয়াড় ২-৩৮ শতকের কাত ৭॥৵২ আঃ ১০৲ খং ৮১ রায়ত স্থিতিবান।

৫১৭ থাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং মেঘু মণ্ডল দাবি ৪৭৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে এনায়েতনগর ৭১ শতকের কাত ৯।/০ আঃ ৫৲ খং ২৪৭

৬৮৭ থাং ডিঃ ঐ দেং আষাঢ়ী মণ্ডল দাবি ১০৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে এনায়েতনগর ২ শতকের কাত ৵০ আঃ ২৲ খং ১১

৬৮৬ থাং ডিঃ ঐ দেং ফণিভূষণ মিস্ত্রী দাবি ১৪৮৵৩ মৌজাদি ঐ ১/ বিঘার কাত ১॥০ ২৬১।২৬২ দাগের মাথারী নদীগর্ভে থাকায় জরিপ হয় নাই।

৬৬৮ থাং ডিঃ কুমার বীরেন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর দেং মণীন্দ্রনাথ রায় দিং দাবি ৩৩।/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রাণীনগর ০৯ শতকের কাত ১৮০ আঃ ১০৲ খং ২৩৯

৬৩১ থাং ডিঃ কমলকুমারী নাথ দেং হরিশ্চন্দ্র স্বার দাবি ১১৮৵৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে হাসামপুর ৩৫ শতকের কাত ৮৵০ আঃ ৪৲ খং ৮৪

৬৩২ থাং ডিঃ ঐ দেং ব্রজবালা বর্ম্মণ্যা দাবি ১১॥৵৯ মৌজাদি ঐ ১৬ শতকের কাত ॥৯ আঃ ৫৲ খং ৬২

৭১৬ থাং ডিঃ ঐ দেং সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া ওরফে আল্লারেখা মিঞা দাবি ২১৬ থানা ঐ মৌজে জরুর ৫১ শতকের কাত ২।৵৫ আঃ ১৫৲ খং ৭০৩

৭১৭ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৩০॥৩ থানা ঐ মৌজে বাঘা ১-৪৭ শতকের কাত ৪৲১৬ আঃ ২০৲ খং ৭০১ রায়ত স্থিতিবান।

৭৩৩ থাং ডিঃ মাতুয়ালী আবুল হোসেন মহম্মদ কলিমুল্লাহ দেং কিঙ্করমোহন দত্ত দাবি ৪৩/৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে খিদিরপুর ২-৫৬ শতকের কাত ৮৲ আঃ ২০৲ খং ১৭৫ রায়ত স্থিতিবান।

৭৪৯ থাং ডিঃ আবদুল রেজ্জাক বিশ্বাস দিং দেং আবদুল সেখ দাবি ২০০৮/৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে গিরিয়া ৬৯ শতকের কাত ফসলের অর্দ্ধেক আঃ ২৫৲ খং ৩২

৪৫৭ থাং ডিঃ ভোলানাথ সাহা দেং রাধাবল্লভ নাথ দিং দাবি ১১৵৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে রঘুনাথগঞ্জ ব্যাসবাগিচা ৪ শতকের কাত ৮৲ আঃ ১০৲ খং ৪১৩ দখলকার চিরস্থায়ী বসত প্রজা।

৭৩৬ থাং ডিঃ কমন ম্যানেজার রণেন্দ্রনারায়ণ বাগচি দেং কালীপ্রসন্ন সিংহ দিং দাবি ৮০।৵৯ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাদিকোলা ৩-২৬ শতকের কাত ২।/৬ আঃ ২৫৲ খং ২১৬, ২২০, ২২৩ রায়ত স্থিতিবান।

৭৩৭ থাং ডিঃ ঐ দেং মেমজা বিবি দিং দাবি ১৫৩৲৩ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে কাশিয়াডাঙ্গা ৭৩/০ বিঘার কাত ৫০৲ আঃ ৫০৲ গঙ্গা ভরাটি জমি তৌজি ৩৩২ রায়ত স্থিতিবান।

৬৪৭ থাং ডিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ দেং যজ্ঞেশ্বর মিশ্র দিং দাবি ২১॥/৬ থানা সুতি মৌজে ইচলিপাড়া ১-০৬ শতকের কাত ৪॥০ আঃ ৮৲ খং ১৬৭৫

৬০৬ থাং ডিঃ লক্ষ্মীনারায়ণ সিংহ দেং রাজেন্দ্র নারায়ণ দত্ত দিং দাবি ২২৮৵৬ থানা সুতি মৌজে ইচলিপাড়া ৪ শতকের কাত ॥৪ আঃ ৪৲ খং ১৮৭০